দৈনিক ইনকিলাব

২

11 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

ফুঁসে উঠছে শিক্ষক সমাজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেন। পুলিশী বাধার মুখেও দুই শতাধিক শিক্ষক প্রেসক্লাবের সামনে জড়ো হয়ে অনশন কর্মসূচী পালন করতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পুলিশের বাধায় তারা প্রেসক্লাব থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে অনশন কর্মসূচী পালনের জন্য বেদিতে ওঠে পড়েন। বেলা ১টার দিকে তারা মাইকিং করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের মাইক কেড়ে নেয়। এসময় শাহবাগ থানা পুলিশ শিক্ষকদের উপর মরিচের গুঁড়া (পিপার) স্প্রে করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শহীদ মিনার এলাকায় মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাব।

এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ওসি সিরাজুল ইসলাম বলেন, অনুমতি ছাড়াই শিক্ষকেরা এখানে জমায়েত হয়েছেন। শহীদ মিনার এলাকায় কোন সভা সমাবেশ করতে হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমতি লাগে। কিন্তু এই শিক্ষকেরা বিনা অনুমতিতে এখানে অবস্থান কর্মসূচী পালনের চেষ্টা করে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের কিছু নির্দেশনা আছে। এসব কারণে শিক্ষকদের এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। তা না হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পুলিশ বাধ্য হবে তিনি বলেছিলেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষক আবু তালেব জানান, এমপিওভুক্তির দাবি জানাতে তিনি এসেছেন ঠাকুরগাঁও থেকে। তিনি বলেন, ১০ বছর ধরে আমরা বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা ছাড়বো না। শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে পারে বলে আশঙ্কা থাকলেও মরিচের গুঁড়া স্প্রে করার কথা ভাবেননি বলে জানান তিনি।

আরেক শিক্ষক সিরাজগঞ্জের রাশেদুল হাসান বলেন, পুলিশ এসে দুপুর ২টার মধ্যে শহীদ থেকে সরে যেতে বলে। তাদের বেঁধে দেয়া সময় পার হওয়ার আগেই পুলিশ মরিচের গুঁড়া স্প্রে করে।

নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এশারত আলী বলেন, সকালে প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষক-কর্মচারীরা জড়ো হলে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। অনেক শিক্ষককে থানায় ধরে নিয়ে যেতে চায়। ভয়ে অনেক শিক্ষকই প্রেসক্লাবের সামনে আসেননি। শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর। আমরা তো আর পুলিশের সঙ্গে মারামারি করতে পারি না। তবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঘরে ফিরে যাব না। প্রয়োজনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

নন এমপিও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার দাবিতে গত সোমবার থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কয়েকশ শিক্ষক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলন শুরু করেন। মঙ্গলবার শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচিতেও বাধা দেয় পুলিশ। ওইদিনও শিক্ষকদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। গত বুধবার আন্দোলনের তৃতীয় দিনে শিক্ষক-কর্মচারীদের শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশ সদস্যসহ বেশ কয়েক জন শিক্ষক আহত হন। এদের মধ্যে কয়েক শিক্ষককে জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিক্ষকদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে গতকাল থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। শিক্ষকরা জানান, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রায় সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে এক লাখের মতো শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও'র দাবিতে দীর্ঘ দিন থেকেই আন্দোলন করছিলেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শিক্ষকরা।

গত মে মাসে এ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকদের বৈঠকও হয়। পরবর্তীতে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর সঙ্গেও বৈঠক করেন তারা। ১ সেপ্টেম্বর তাদের আন্দোলনে কর্মসূচিতে লাঠিপেটা করে পুলিশ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দেয়ার পর কর্মসূচি স্থগিত করেন শিক্ষকরা। যদিও ওই বৈঠক পরে স্থগিত করা হয়। এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি মেনে নিতে সরকারকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন শিক্ষকরা। এর মধ্যে দাবি আদায় না হওয়ায় সোমবার থেকে ফের লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

এদিকে, গতকাল অনুমতি না নেওয়ার কারণে শিক্ষকদের অনশন কর্মসূচী পালন করতে দেওয়া হয়নি বলে পুলিশ জানায়। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে অনুমতির জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তাই আজ আবারও শহীদ মিনারে অনশন কর্মসূচী পালন করতে যাবেন শিক্ষকেরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট:

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে গতকাল থেকে দেশের ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫ লাখ শিক্ষক কর্মচারী অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালন করছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া। ধর্মঘটের প্রথম দিনে সারা দেশে ধর্মঘট পালন করায় তিনি শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান। শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে সারা দেশের হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিক্ষা জীবন।

এদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৭ দফা দাবি আদায়ের জন্য ১৩ জানুয়ারি থেকে অবিরাম ধর্মঘটে যাচ্ছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি। গতকাল বিকাল তিনটায় শিক্ষক সমিতির সেগুনবাগিচাস্থ কার্যালয়ে ঐক্য পরিষদের এক সভায় পরিষদের আহ্বায়ক ড. নূর মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, ১২ জানুয়ারির মধ্যে দাবি আদায় না হলে ১৩ জানুয়ারি থেকে অবিরাম ধর্মঘট পালন করা হবে।